দৈনিক জনকণ্ঠ

06 NOV 1994
তারিখ 08 NOV 1994
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

06

## দুর্নীতি ও প্রশাসনিক জটিলতা প্রধান বাধা

# মানিকগঞ্জে 'শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হবার আশঙ্কা

মানিকগঞ্জ, ৫ নবেম্বর (নিজস্ব সংবাদদাতা)।-দুর্নীতি ও প্রশাসনিক জটিলতার কারণে মানিকগঞ্জ জেলায় শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীর লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হবার আশঙ্কা রয়েছে। খাতা কলমে ছয় হতে দশ বৎসর বয়সী শতকরা ৮৫ দশমিক ৮৮ জন শিশু প্রাইমারী স্কুলের আওতায় এবং এদের গড় উপস্থিতি শতকরা ৮৫ দিনের বেশি দেখালেও প্রকৃত অবস্থা ভিন্ন। শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীর বরাদ্দকৃত গম আত্মসাতের উদ্দেশে ভুয়া উপস্থিতি দেখিয়ে একশ্রেণীর শিক্ষক, স্কুল কমিটির সদস্য ও শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী এই দুর্নীতি চালিয়ে যাচ্ছেন। কেবল তাই নয় ছাত্রছাত্রীদের নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে কম গম প্রদান ও বিভিন্ন অজুহাতে তাদের কাছ হতে চাঁদা আদায়ের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এছাড়াও স্কুলে শিক্ষকদের অনিয়মিত উপস্থিতি, অবহেলা, স্কুল ঘরের দুরবস্থা, নির্মাণ কাজে অনিয়ম এবং প্রশাসনিক জটিলতা এই কর্মসূচী সফল হওয়ার পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মানিকগঞ্জ জেলায় এই কর্মসূচীর আওতায় স্কুলসমূহের ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদের সাথে আলাপ করে জানা গেছে যে, প্রতি মাসে একক কার্ডধারী ছাত্রের পরিবারের কাছ হতে পাঁচ টাকা এবং দ্বৈত কার্ডধারী ছাত্রদের পরিবারের কাছ হতে আট টাকা হারে চাঁদা আদায় করা হচ্ছে। গম পরিবহন ও বিলি বন্টনের খরচের কথা বলে শিক্ষকরা এই চাঁদা উঠিয়ে থাকেন। আবার একক কার্ডধারী পরিবার ১৫ কেজি এবং দ্বৈত কার্ডধারী ২০ কেজি গম পাওয়ার কথা থাকলেও তাদের দু হতে তিন কেজি কম গম দেয়া হচ্ছে। এ ব্যাপারে তাদের বলা হয় যে গুদাম হতে মাপে কম গম পাওয়ার কারণে ছাত্রছাত্রীদের কম দিতে হচ্ছে। এক হিসাবে চাঁদা ও কম গমের কারণে প্রতিমাসে একজন ছাত্র বা ছাত্রী ২৫ হতে ৩০ টাকার ক্ষতির শিকার হচ্ছে। এ ব্যাপারে কয়েকজন শিক্ষকের সাথে আলাপকালে অস্বীকার করেন। কিন্তু বেশ কয়েকজন ছাত্রছাত্রী তাদের সামনেই শিক্ষকদের নাম উল্লেখ করে বলেন যে অমুক স্যার তাদের কাছ হতে চাঁদা আদায় করেছেন। এবং চাঁদা না দিলে গম দেবে না বলে জানিয়েছেন। এই পর্যায়ের বেশ কয়েকজন শিক্ষক স্বীকার করেন যে, ছাত্রছাত্রীদের কাছ হতে চাঁদা আদায় করা হচ্ছে তবে তা স্কুল কমিটির নির্দেশে। কারণ এই স্কুল কমিটিই গম বিতরণের সাথে জড়িত।

শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীর সুবিধাভোগী পরিবার নির্বাচনের ক্ষেত্রেও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ রয়েছে। এই কর্মসূচীর আওতাধীন স্কুলের চল্লিশ শতাংশ ছাত্রছাত্রী সুযোগ পেয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে স্কুলের সবচেয়ে গরিব পরিবার সুযোগ লাভের অধিকারী। কিন্তু অভিযোগ রয়েছে ম্যানেজিং কমিটির সদস্য স্কুলের শিক্ষক এবং এলাকার প্রভাবশালীদের আত্মীয়স্বজন ও আপনজনদের নিয়ম বহির্ভূতভাবে সুযোগ দেয়া হচ্ছে। অথচ প্রকৃত গরিব পরিবার এ সুযোগ হতে বঞ্চিত হচ্ছে। এলাকা ঘুরে দেখার সময় আলাপকালে অনেক পরিবার এ ব্যাপারে ক্ষোভ ও দুঃখ প্রকাশ করেছে। এ ছাড়াও অনুপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিত দেখিয়ে গম আত্মসাতের কথাও জানা গেছে। একটি সূত্র জানায়, এই চাঁদা ও গমের ভাগ একশ্রেণীর শিক্ষক ও ম্যানেজিং কমিটির সদস্যরাই নয় কেবল, শিক্ষা প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পকেটেও যাচ্ছে। এ ধরনের দুর্নীতি যে হচ্ছে এবং তা শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাদের গোচরে আছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় গত ২৪/১০/৯৪ তারিখে সাটুরিয়া থানা শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ গিয়াস উদ্দিনের জারি করা একটি বিজ্ঞপ্তি হতে। বিজ্ঞপ্তিতে তিনি সংশ্লিষ্ট স্কুল সমূহের প্রধান শিক্ষকদের চাঁদা উত্তোলন, কম গম প্রদান, ভুয়া উপস্থিতি এবং সুবিধাভোগী পরিবার নির্বাচনে সঠিক পদ্ধতি মেনে চলার ব্যাপারে সতর্ক করে দেন। তবে একটি সূত্রে জানা যায় যে, এই বিজ্ঞপ্তিটি গত ২৪ অক্টোবর শিক্ষা অফিসার স্বাক্ষর করলেও গত ৩০/১০/৯৪ তারিখ পর্যন্ত বিলি করা হয়নি।

এ সমস্ত দুর্নীতির কারণ সম্পর্কে কয়েকজন শিক্ষক ও স্কুল কমিটির সদস্যের সাথে আলাপকালে বলেন, সরকারীভাবে পরিবহন ও বন্টন বাবদ যে খরচ দেয়া হয় তা পর্যাপ্ত না হওয়ায় ও তা অনিয়মিতভাবে প্রদান এবং গুদাম হতে কম গম পাওয়ার কারণে বাধ্য হয়ে চাঁদা তোলা এবং গম কম দেয়া হচ্ছে। এই ফাঁকে কিছু কিছু ব্যক্তি ফায়দা লুটে নিচ্ছে।

শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীর আওতায় সাটুরিয়া থানার দিঘুলিয়া ইউনিয়নের কয়েকটি স্কুল পরিদর্শনকালে শিক্ষকদের উপস্থিতির হার সাংবাদিকদের অবাক করেছে। কোন কোন স্কুলে শিক্ষকের পদ থাকলেও শিক্ষক নেই অথবা ট্রেনিংয়ে রয়েছেন। ক্লাস রুমে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কোন শৃঙ্খলা নেই। বেঞ্চ আছেতো টেবিল নেই।

দিঘুলিয়া ইউনিয়নের ভুয়াপুর প্রাথমিক বেসরকারী স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা গত প্রায় এক বছর যাবত বাঁশঝাড়ের নিচে ক্লাস করতে বাধ্য হচ্ছে। গত জানুয়ারি মাসে এই স্কুলের নির্মাণ কাজ আরম্ভ হয়। কিন্তু ঠিকাদার কাজ অর্ধেক করে ফেলে রেখেছে।

স্থানীয় গ্রামবাসী কাজটিতে নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রী এবং ডিজাইন অনুযায়ী হয়নি বলে অভিযোগ করলেন। এ ব্যাপারে সাটুরিয়া থানা প্রকৌশলীর সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করে পাওয়া যায়নি।

উপ-সহকারী প্রকৌশলী কিছু জানাতে পারবেন না বলে জানিয়েছেন। ঠিকাদারের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে কি না তাও জানা সম্ভব হয়নি।

এ ধরনের চিত্র কেবল সাটুরিয়া থানাতেই নয়। শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীর আওতায় মানিকগঞ্জ জেলার অন্যান্য থানার স্কুলগুলোর দৃশ্যও কম বেশি একই রকম। এই অবস্থা চলতে থাকলে খাতাকলমে ফাইলপত্রে এই কর্মসূচীর অগ্রগতি দেখালেও আসল কাজ কিছুই হবে না। কেবল দুর্নীতিবাজদের পকেট ভারি হবে।

সাটুরিয়া থানার দিঘুলিয়া ইউনিয়নের ভুয়াপুর বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা বাঁশঝাড়ের নিচে ক্লাস করছে ছবি- জনকণ্ঠ